দেশভাগ এবং...
নির্বাচিত কবিতা ও গান
সংকলন ও সম্পাদনা
তন্ময় ভট্টাচার্য

দেশভাগ এবং...

(নির্বাচিত কবিতা ও গান)

১৯৪৭-২০২১

সংকলন ও সম্পাদনা
তন্ময় ভট্টাচার্য

সম্পাদনা সহযোগী
অর্ণব বসু
অরিত্র সোম

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
দেবব্রত কর বিশ্বাস
অনিমিখ পাত্র

www.sristisukh.com

Deshbhag Ebong

A collection of poetry and song

edited by Tanmoy Bhattacharjee

ISBN 978-93-92500-02-2

প্রথম সংস্করণ - জুলাই, ২০২২

সৃষ্টিসুখ প্রকাশন এলএলপি-র পক্ষে হাল্যান, বাগনান, হাওড়া ৭১১৩১২

থেকে রোহণ কুদ্দুস কর্তৃক প্রকাশিত

প্রচ্ছদ - আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

অলংকরণ - পার্থপ্রতিম দাস

মূল্য - ৬৯৯ টাকা (ভারতীয় মুদ্রা) / ৩৯.৯৯ আমেরিকান ডলার

মুদ্রক - সৃষ্টিসুখ প্রিন্ট (www.sristisukhprint.com)

সৃষ্টিসুখ-এর বইয়ের আউটলেট - ৭২/২এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

যোগাযোগ - ৭৮২৯৭ ৪১৭৯৭, ৯৯১০২ ৭০৪৩২

সৃষ্টিসুখ-এর ই-বুক সাইট - www.sristisukh.com/ebook/

বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ মেহদী হাসান খান, ওমিক্রন ল্যাব ও অভ্র কিবোর্ড ডেভোলপমেন্ট টিম।

'আমারে একবার দ্যাশের বাড়িত লইয়্যা চ! পারবি না?'

পারিনি...

কাঁটাতার পেরিয়ে ভিসাহীন যাওয়া

ভিসা অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে যে মানুষটি অপেক্ষা করছে, একদিন তার একটা দেশ ছিল। দেশ তার আজও আছে, তবু কখনও কখনও তার খুব কান্না পায়, সেই 'যে দেশটা ছিল', তার জন্য। সে কি অকৃতজ্ঞ! সেই যে 'ছিল দেশ'-টা সে চোখে দেখেনি, শুধু গল্প শুনেছে মা-মাসি-মামাদের কাছে, বাবা-কাকাদের কাছে; কথা বলতে বলতে দিদা-দাদু-ঠাকুমার চোখে নেমে-আসা বিষণ্ণতার ছায়া দেখেছে সে। সেইসব শোনা গল্প, সেইসব বিষণ্ণতা তাকেও উতলা আর উন্মনা করে তোলে, বুকের ভিতর একটা টনটনানি টের পায় সে।

সেই গল্পগুলোকে তার পূর্বপ্রজন্ম বলে যেতেন কি শুধু অভ্যাসে! তা তো নয়। সেগুলোই তো ছিল তাঁদের আত্মপরিচয়ের অভিজ্ঞান। নিজেদের প্রাকৃত অ-প্রমিত ভাষাকে তাঁরা আঁকড়ে থাকতেন হাজারো বিদ্রুপ সয়েও, কেন-না সেটাতেই তাঁরা অনুভব করতেন নাড়ির টান, তাঁদের অস্তিত্বের অবলম্বন, সেই কুমিল্লা, চাটগাঁইয়া, বরিশাইল্যা, ময়মনসিংহী বা সিলেটি শব্দবন্ধ উচ্চারণে তাঁরা পেতেন ঘরের আরাম, প্রাণের শান্তি। তাঁদের জন্য আর ছিল না কোনও বরিশাল এক্সপ্রেস, গোয়ালন্দের স্টিমারঘাট, তাঁদের যমুনা, মেঘনা, কীর্তনখোলা, সুরমা নদী হারিয়ে গিয়েছিল, আঁকড়ে ধরার ছিল শুধু ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ভিসা অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে সে মানুষটি কি অনুভব করে তার আর কোনও দেশ নেই! ঠিক একই অনুভব চোখে জল আনে ঢাকা বা খুলনা বা রাজশাহীর কোনও মানুষের, যে কোনোদিনও আর ফিরতে পারবে না তার ফেলে-আসা রাঢ়ের গাঁয়ে, তারও হারিয়ে গেছে অজয়, ময়ূরাক্ষী বা দামোদর রূপনারায়ণ।

দেশ হারানোর ইতিহাস বয়ে চলে যুগ থেকে যুগে, দেশ থেকে দেশান্তরে। বারবার মানুষকে তার চেনা জগৎ থেকে উৎখাত হতে হয়েছে, ফিরতে চেয়েছে সে, পারেনি। ইতিহাস লিখে রাখে সমষ্টির সেই যন্ত্রণার কথা। বন্যা, মারি, দুর্ভিক্ষ মানুষকে ভিটেছাড়া করে, আবার নতুন কোনও দেশে নতুন করে মাথা গুঁজতে হয় তাকে, আবার ফিরে যাওয়ার আশা রেখেই। সেখানে কি তার এটুকু সান্ত্বনা থাকে যে, তার ছেড়ে-আসা দেশে জীবনধারণের কোনও উপায় ছিল না বলেই তাকে দেশান্তরী হতে

হল। না হলেও তাকে কেউ দুষত না। কিন্তু স্বদেশ যখন অচেনা হয়ে যায় রাষ্ট্রিক কারণে, তখন তো এই সান্ত্বনাটুকুও থাকে না। তখন দেশ পর হয়ে যায়, ফেরার সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়, হয়তো কেড়ে নেয় ফেরার ইচ্ছেটুকুও।

তার নাম স্বাধীনতা! এই উপমহাদেশে ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে নিশান বদল হল, অবিমিশ্র আনন্দের মধ্যে নয়, সেখানে থেকে গেল অজস্র মানুষের আর্তনাদ আর কান্না। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন '...এই দেশ, তোমার স্বদেশ,/ স্বাধীন স্বদেশে আজ সকলেরই ভিক্ষুকের বেশ,/ সকলেই শবযাত্রী।' দুই প্রান্তের দুই অঞ্চলের মানুষদের জানতে হল তাঁরা আর বাঙালি বা পাঞ্জাবি নন, তাঁরা কেউ হিন্দু বা শিখ, আর কেউ মুসলমান। তাঁদের জন্মভূমি এক হলেও কারও কারও আর সেই জন্মভূমিতে থাকার অধিকার রইল না। একথা ঠিক ভারতে বা পাকিস্তানে কেউ সরকারিভাবে ঘোষণা করে বলেনি যে হিন্দুদের পাকিস্তানে থাকার অধিকার নেই বা মুসলনমানদের ভারতে থাকা চলবে না। এখন অবশ্য তা বলা হচ্ছে বেশ জোর গলাতেই। কিন্তু ঘটল তাই। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখকে পাকিস্তান থেকে পাড়ি দিতে হল অন্য জায়গায়, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পুবে পাড়ি জমাতে বাধ্য হলেন অসংখ্য মুসলমান, পুব-পাঞ্জাব আর উত্তর ভারত থেকে পশ্চিমে যেতে হল আরও অসংখ্য জনকে, ধর্মপরিচয়ে যাঁরা মুসলিম। তারপর আর তাঁদের দেশ নেই, আছে শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, ফুড কর্পোরেশনের গুদামঘর কিংবা ক্যাম্প; আর কদিন পরে দণ্ডকারণ্য, আন্দামান, হিমাচল প্রদেশ। আর কেউ-বা ঠাঁই পেলেন জবরদখলের জমিতে গড়ে-তোলা উদ্বাস্তু কলোনিতে।

কী ছেড়ে আসতে হল তাঁদের! অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন'-এ লিখেছিলেন তুলসীমণ্ডপ, ধানের মড়াই, নদীর ধারের পোড়ো দেউল, ছোটো নদী, গাঁয়ের নিমছায়াতীর— কোনও শক্তিমানের সাধ্য নেই এসব কেড়ে নেওয়ার। সে কবিবাণীকে মিথ্যে করেই পশ্চিম থেকে পুবে, পুব থেকে পশ্চিমে শুরু হল এক নিরুদ্দেশ যাত্রা, দেশভিখারি মানুষের। সহজ নয় সে যাত্রা, অন্য সব বাদ দিলেও মাঝখানে তৈরি হয়ে গেছে এক অলঙ্ঘ্য দেওয়াল। একটা দেশ, ভারতবর্ষ, তখন দু টুকরো— একটা দেশ ভারত, নাকি হিন্দুস্তান, অন্যটা পাকিস্তান। 'ওপারে যে বাংলাদেশ এপারেও সেই বাংলা', একথা সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেও স্বীকার করে নিতে হচ্ছে বাংলা আর একটা নয়, সে এপার আর ওপারে ভাগ হয়ে গেছে। শঙ্খ-সুনীল-অতীনরা ওপারের কেউ নন, এপার অনাত্মীয় অচেনা করে দিল হাসান-হায়াৎ-মাহমাদুলদের। স্বসৃষ্ট চরিত্র 'টোবা টেক সিং' গল্পের বিষান সিং-এর মতোই অসহায় সাদাত হোসেন মান্টোরা ঝুলে থাকেন দুপারের মাঝখানে। সেই অসহায়ত্বের কথাই তো লিখেছিলেন

শঙ্খ ঘোষ— '...ভোরের সামান্য আগে, সীমান্তশান্ত্রির গুলি বুকে এসে লাগে—/ মরণের আগে ঠিক বুঝতেও পারি না আমি শরীর লুটাব কোন্ দেশে।'

শুধু মানুষগুলোর দেশ কেড়ে নেওয়া হয়নি, তছনছ করে দেওয়া হয়েছে তাদের জীবন, দুবেলা ভাত জুটত না হয়তো সবার, তবু তাদের একটা ঘর ছিল, সেই ঘর কেড়ে নিয়ে তাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হল হাঘরের দলে। দেশভাগ তাদের মানুষ পরিচয় কেড়ে নিয়ে গায়ে সেঁটে দিল নানা লেবেল— উদ্বাস্তু, বাস্তুহারা, শরণার্থী। কী নিদারুণ অবমাননা মনুষ্যত্বের!

তারা কি কেবল নিজের বাসভূমি থেকে উচ্ছিন্ন! তারা তো ছেড়ে এল তাদের শৈশব কৈশোর, তাদের অতীত। তারা উচ্ছিন্ন হল তাদের ভূগোল থেকে, ছিঁড়ে গেল তাদের ইতিহাসের শৃঙ্খলা। বিপর্যস্ত হল তাদের সংস্কৃতিও। আদিগন্ত-বিস্তারী মেঘনার বুকে বাচ খেলা আর ফিরে পাওয়া যায় না পশ্চিমবঙ্গের নদীতে, ভাতের পাতে পোস্ত পায় না ঢাকা বা রাজশাহিতে চলে-যাওয়া গেরস্তটি। জয়নুল আবেদিন বা কলিম শরাফী হয়ে গেলেন ওপারের অর্থাৎ পুব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশের শিল্পী, দেবব্রত বিশ্বাস সুচিত্রা মিত্ররা ইন্ডিয়ার শিল্পী। প্রতিবেশীরা দূরে চলে যায়, ঈদ আর বিজয়া ক্রমশ আরো দূরবর্তী হতে থাকে।

স্মৃতিও কি হারায়! এই একটা জায়গায় হার মানতে হয় রাষ্ট্র, শাসক বা নিপীড়ককে। স্মৃতি থেকে যায়, ব্যক্তিগত স্মৃতি মিশে যায় যৌথ স্মৃতিতে, পূর্বপ্রজন্ম থেকে তা প্রবাহিত হয়ে যায় উত্তরপ্রজন্মে। 'আমাদের একটা দেশ ছিল'— প্রকাশ্য এই বিলাপ আস্তে আস্তে বদলে যায় গোপন মন খারাপে, স্মৃতি হারায় না। হয়তো সেই স্মৃতি মিথে বদলে যায় অনেক সময়, হয়তো তা ফেটে পড়ে অযৌক্তিক রাগে। সেই স্মৃতি সতত সুখের নয়, বেদনারই, এমনকী যেটুকু সুখের তাও বেদনাই বয়ে আনে, তবু সেই স্মৃতিই তো দেশহারানো মানুষের একমাত্র সম্বল। এমনকী বেদনার মতো গোপন আনন্দও।

স্মৃতি দিয়ে শুরু হয় পুনর্নির্মাণ। যে স্মৃতি যৌথ, গোষ্ঠীগত তা হয়ে ওঠে ইতিহাসের উপাদান। ব্যক্তি সেখানে উপেক্ষিত। তাহলে সে কী করবে! তার স্মৃতি তখন গড়ে তোলে গল্প উপন্যাস আর কবিতা। তার মধ্যেও কবিতা আরও অন্তরঙ্গ, তাকে তো অন্য-কোনো চরিত্রের বা ঘটনায় দায় বইতে হয় না। দেশভাগের যে বেদনা ব্যক্তি নিঃশব্দে বয়ে চলে মনে মনে, তা সে সঞ্চারিত করে দেয় উত্তরপ্রজন্মের মনে; সে বেদনা যতক্ষণ ব্যক্তিগত, ঠাঁই পায় না ইতিহাসের বিপুল আঙিনাতেও। অথচ সেই বেদনার মতো রক্তক্ষরণ আর কোথায়! সেই রক্তক্ষরণই লিখিয়ে নেয় কবিতা, দেশভাগের কবিতা, দেশভিখারির কবিতা। সেই কবিতায় অতীতের পুনর্জন্ম ঘটে, হারিয়ে যাওয়া নদী মাটি বসতবাড়ির

সৌরভ ভেসে আসে, কলকাতা বা বর্ধমান বা শিলিগুড়ির দিগন্তে আঁকা হয়ে যায় পদ্মার চর, ঢাকা বা খুলনায় বসে কারও কানে ভেসে আসে টুসুর সুর। দেখা হয়ে যায় নিজের কিংবা দুই প্রজন্ম আগের শৈশবের সঙ্গে। ভিসা অফিসের সামনের ফুটপাথে ঠাকুমা মৃদুস্বরে গেয়ে যান ঘুমপাড়ানি গান। রক্তের ভিতর ছলাৎ ছল করে, স্টিমার ছাড়ে গোয়ালন্দ থেকে নারাণগঞ্জ। খুব মন কেমন করতে থাকে।

দেশভাগের কবিতা নয়, এ আসলে দেশ হারানোর কবিতা, বিচ্ছিন্নতার বেদনার কবিতা, সেই সঙ্গে স্মৃতি খুঁড়ে দেশ খুঁজে বার করারও কবিতা। গানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভূগোল পালটায়, ইতিহাসও, কিন্তু স্মৃতির ভিতরে আঁকা মানচিত্র পালটাবে কে যে! সেই মানচিত্রই বারবার এঁকে যায় কবিতা, গান। এই সংকলনে ধরা রইল তেমনই অসংখ্য নজির। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে যে অনুভূতি। কখনও সরাসরি, কখনো-বা ইঙ্গিতে। সামগ্রিকতার মধ্যেও সেই বেদনারই খোঁজ। সময় পালটায়, অনুভূতি ফিকে হয়, হারায় না কোনোদিন...

সব্যসাচী দেব
২৫ বৈশাখ ১৪২৯

সংকলন প্রসঙ্গে

বছর পাঁচেক আগের এক দিন। কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার বর্শিকুড়া গ্রাম। শ্রাবণের মেঘমন্দ্র দুপুরে ঘুরে-ঘুরে দেখছি অলিগলি, বাড়িঘর, পুকুর, ধানক্ষেত। সঙ্গী গ্রামবাসীরাই। হঠাৎ এক প্রৌঢ় সামনে এসে দাঁড়ালেন। জানতে চাইলেন পরিচয়। শোনার পর, চোখে বিষাদছায়া। 'আইসেন, ভালাই করসেন। অহন তো আর কেউই নাই! সবাই চইল্যা গ্যাসে গিয়া। আপনে তাও আইলেন, নিজের চক্ষে দেইখ্যা তো গেলেন!'

কেন গিয়েছিলাম সেই গ্রামে? সীমানা পেরিয়ে, ভিনদেশি পরিচয়ে যেতে হয়েছিল কেন? উত্তর একটাই— 'নাড়ির টান'। ওই গ্রাম আমার পূর্বপুরুষের ঠিকানা, আমার রুচি ও সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর। সেই টান অস্বীকার করি কীভাবে! যদি দেশভাগ না হত, ঠাকুরদা যদি চলে না-আসতেন এপারে, হয়তো আমারও বেড়ে ওঠার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত বর্শিকুড়া।

সে-সব কথা থাক। বর্তমান সময়ে পৌঁছে দেশভাগ অতীতের একটি 'ট্র্যাজেডি' ছাড়া কীই-বা! অন্তত, প্রত্যক্ষ কোনও প্রভাব তো নেই-ই। সত্যিই কি নেই? একটিমাত্র ঘটনা— দেশভাগ— বদলে দিয়েছে বাঙালির পরবর্তী ৭৫ বছর। না-জানি শিরা-উপশিরায় আরও কত! সহজভাবে দেখলে এক, কিন্তু গভীরে প্রবেশ করলে কত বাঁক, কত ঘটঘটা! সেই থেকেই প্রশ্ন জাগে, 'দেশভাগ' কি ১৯৪৭-এই শুরু আর শেষ? বর্তমান প্রজন্মের কাছে শব্দটি কি থেমে আছে পঁচাত্তর বছর আগেই?

উত্তর হ্যাঁ, আবার না-ও। দেশভাগের কবিতার সংকলন করতে গিয়ে এই সংশয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে বারবার। 'দেশভাগের কবিতা' কী? তার কি কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা হয়? এককথায় বলা যেতে পারে— যেসব কবিতায় ১৯৪৭-এর বিভাজনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, তা-ই। কিন্তু এত সহজ হলে এই কাজে হাত দেওয়ার কোনও মানেই ছিল না। সহজের মধ্যেও আবার অজস্র জটিলতা। অনেকে বলেন, যাঁরা দেশভাগের প্রত্যক্ষ সাক্ষী নন, তাঁদের কবিতাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনাই উচিত নয়। কেন-না, তাঁরা সেই সময় ও তার যন্ত্রণা অনুভব করেননি। পরোক্ষ স্মৃতি দিয়ে আর-যাই হোক, কবিতা হয় না। ফলে, একটা নির্দিষ্ট সময়-পরবর্তী কবিতাকে অস্বীকার করেছেন অনেকেই।

আমরা সে-তত্ত্বের সমর্থক নই। দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে যাঁদের জন্ম, তাঁরা এই বিষয়ে কবিতা লেখার অধিকারী নন কিংবা দেশভাগ তাঁদের চেতনাকে প্রভাবিত করতে পারে না— এ-ধারণাকে অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়েছে আমাদের। অনুভবের কোনও সীমা হয় না। তার ওপর, দেশভাগের মতো ঘটনা— যা একটি জাতির ইতিহাসকে বদলে দিল চিরতরে, তা পরবর্তী প্রজন্মের কবিতায় আসবে না— এমন পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তেরও মানে নেই কোনও। এই সংকলন তার সাক্ষী।

ফিরে আসি আগের একটি কথায়। না, 'দেশভাগ' ১৯৪৭-এর একটিমাত্র ঘটনাতেই শুরু আর শেষ নয়। বরং দীর্ঘ ইতিহাসের মূল অনুঘটক মাত্র। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে যখন প্রথম পাকিস্থানের দাবি উত্থাপিত হয়, দেশভাগের ইঙ্গিত উঁকি দিয়েছিল তখনই। অবশ্য তারও বহু আগে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, তুমুল প্রতিবাদ ও অবশেষে রদ। '৪৭-এর দেশভাগের ওপর তার প্রভাব অতি ক্ষীণ। বরং লাহোর প্রস্তাবকেই দেশভাগের মূল বীজ বলা যেতে পারে। তারপর সময়সরণি বেয়ে '৪৬-এর দাঙ্গা। কলকাতা, নোয়াখালি, সন্দ্বীপ। দেশভাগের সম্ভাবনায় গতি। '৪৭-এর এপ্রিল-মে মাসে হোসেন সোহরাওয়ার্দী ও শরৎকুমার বসুর 'অখণ্ড বাংলা'র চেষ্টা। ব্যর্থতা। ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা। ওরফে দেশভাগ। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমন। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা। ১৯৫০-এ পূর্ববঙ্গ জুড়ে দাঙ্গা। ঢল নামল উদ্বাস্তুদের। ১৯৫২, ঢাকায় ভাষা আন্দোলন। ২১ ফেব্রুয়ারি। ১৯৬৪-তে দাঙ্গা, আবার। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৮০, মরিচঝাঁপি গণহত্যা। দীর্ঘদিনের ছিটমহল-সমস্যা। কাট-টু ২০১৯। জাতীয় নাগরিক পঞ্জি। আমরা যাকে 'এনআরসি' বলে জানি।

এই প্রসঙ্গে ভাবনা জাগে, সাম্প্রদায়িকতার যে-বিষ লুকিয়ে দেশভাগের পিছনে, তা-ই কি বৃহত্তর হয়ে ঘিরে ধরছে আজকের ভারতকে? দীর্ঘ ৭৫ বছরকে সংকুচিত করলে দেখতে পাব, সেদিনের ধর্ম-কেন্দ্রিক সেই বিভাজনের নিরসন হয়নি আজও। বরং কালে-কালে নতুন-নতুন চেহারায় ভারতকে গ্রাস করে চলেছে। তার বিষময় এক ফলাফল আমরা দেখেছি ১৯৪৭ ও তৎপরবর্তী সময়ে। এই সংকলনও কি ব্যথা-বিষই বহন করছে না? সেইসঙ্গে সাবধানবাণী ও ইতিহাসের থেকে শিক্ষা নিয়ে বিভাজনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার বার্তা।

কথায়-কথায় দেশভাগ থেকে অনেক দূরে চলে এলাম কি? সংকলনে প্রবেশের আগে, এ-বিষয়ে দ্বন্দ্ব নিরসন করা প্রয়োজন। প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে লতায়-পাতায় দেশভাগের সম্পর্কও বুঝে নেওয়া প্রয়োজন আমাদের। '৪৬-এর দাঙ্গা যে দেশভাগের সম্ভাবনায় শিলমোহর দিয়েছিল, তাতে আজ আর কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক তেমনিভাবেই, পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্থানে ১৯৫০-এর দাঙ্গার কারণের পিছনেও লুকিয়ে দেশভাগ ও

একক ধর্মের আধিপত্য স্থাপন করা। তেমনই '৫২-র ভাষা আন্দোলনের পেছনেও পরোক্ষভাবে দায়ী এ-ঘটনা। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ ও দুই প্রান্তের দুটি ভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশের একত্রীকরণ না ঘটলে, ভাষা নিয়ে এই আন্দোলন জন্ম নিত না।

একই কথা বলা যায় মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও। প্রাথমিকভাবে তা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের লড়াই হলেও, '৪৭-এর ভারতভাগের ফলেই জন্ম নিয়েছিল তা। প্রত্যক্ষ না হলেও, পরোক্ষ সম্পর্ক তো রয়েইছে! ঠিক যেমন মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের গণহত্যার পিছনেও লুকিয়ে দেশভাগের মর্মন্তুদ ইতিহাস। এমনকি, হালের এনআরসি-র ক্ষেত্রেও। ১৯৪৭-এর দেশভাগ না হলে হয়তো পরবর্তী সাত দশকব্যাপী এই ঘটনাগুলোও 'নেই' হয়ে যেত।

বর্তমান বইটির মূল উদ্দেশ্য 'দেশভাগের প্রসঙ্গ ও ইঙ্গিতবাহী কবিতা' সংকলিত করা। মূলত ১৯৪৭ সালের ঘটনাকেই কেন্দ্রে রেখে গড়ে উঠেছে বইটির চরিত্র। না, ভাষা আন্দোলন কিংবা মুক্তিযুদ্ধের কবিতা প্রাধান্য পায়নি এই সংকলনে। কিন্তু প্রাসঙ্গিকবোধে কোথাও-কোথাও সংকলিত হয়েছে। ঠিক যেমন রয়েছে মরিচঝাঁপি কিংবা এনআরসি নিয়ে লেখা কবিতাও। আবার, দু-বাংলার ভ্রাতৃত্বের ইঙ্গিতবাহী কবিতাও রয়েছে কয়েকটি। কেন-না আমাদের বিশ্বাস, বাংলাভাগ না হলে 'ওপার বাংলা'র প্রসঙ্গও আসত না কোনোদিন। অবশ্য সবক্ষেত্রেই লক্ষ রাখা হয়েছে, সেইসব কবিতায় যেন দেশভাগের ইঙ্গিত থাকে। নয়তো, নির্মম হতে হয়েছে আমাদেরও।

এ-প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, অনেক কবিতারই বিষয় 'দেশভাগ' নয়। হয়তো দেশভাগ সেই কবিতায় ইঙ্গিতমাত্র। প্রত্যক্ষভাবে আসেনি, কবিতার অন্তর্নিহিত চলনে ধরা দিয়েছে সেই ঘটনা। আমরা এড়িয়ে যাইনি সেগুলিও। সূক্ষ্ম হোক বা স্থূল— সামগ্রিকভাবে বাংলা কবিতার চেতনায় দেশভাগের প্রভাবকেই সংকলিত করার চেষ্টা করেছি আমরা। ফলে, দেশভাগের রূপককেও অবহেলা করিনি। পাশাপাশি, দীর্ঘ কোনও কবিতার সামান্য অংশই ধারণ করেছে দেশভাগের স্মৃতি, তারপর চলে গেছে প্রসঙ্গান্তরে— তেমন কবিতাও রয়েছে এই সংকলনে। কবিতাকে খণ্ডিত করে অংশবিশেষ তুলে ধরা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইঙ্গিতে হোক, অংশ হিসেবে বা সম্পূর্ণ— বাংলা কবিতায় দেশভাগের ছায়াপাতই এই সংকলনের মেরুদণ্ড।

১৯৪৭-২০২১। দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর— নেহাত কম সময় নয়। বাংলাভাষায় এর আগে দেশভাগ নিয়ে কবিতার সংকলন একেবারেই হয়নি, তা বলা ভুল। কিন্তু সেসব সংকলনের কবিতা থেমে আছে একটা নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতেই। যে-সমস্ত কবি দেশভাগের প্রত্যক্ষ সাক্ষী,

মূলত তাঁদের কবিতা দিয়েই সাজানো হয়েছে সংকলনগুলি। অন্যদিকে, কিছু সংকলন আবার জীবিত কবিদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে ফরমায়েশি কবিতা। স্বতঃস্ফূর্ত না হলে, কোনও অনুভূতিই সৎ হয় না— আমাদের বিশ্বাস এমনটাই। ফলে, সামগ্রিকভাবে, দেশভাগ-পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কীভাবে ধরা দিয়েছে দেশভাগ, তা একপ্রকার উপেক্ষিতই থেকে গেছে। সেই অভাবই পূরণ করতে চেয়েছি আমরা।

পঁচাত্তর বছর ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে কীভাবে দেশভাগ ছায়া ফেলেছে, কীভাবে তা প্রভাবিত করেছে কবিদের— তারই একটা সার্বিক চেহারা ধরার চেষ্টা করেছি সংকলনটিতে। এই সংকলনের তরুণতম কবির জন্ম ২০০২ সালে, দেশভাগ থেকে ৫৫ বছরের দূরত্বে। অন্যদিকে, প্রবীণতম কবি ১৮৭৭-এর জাতক, অর্থাৎ দেশভাগের ৭০ বছর আগে। ১৮৭৭-২০০২— দীর্ঘ ১২৫ বছরে জন্ম নেওয়া তিন শতাধিক কবির কবিতায় সমৃদ্ধ হয়েছে এই সংকলন। অবশ্য সব কবিতারই রচনা যে ১৯৪৭-২০২১-এর মধ্যে, তা বলাই বাহুল্য।

সংকলনের কবিতাগুলি সাজানো হয়েছে কবির জন্মসাল অনুযায়ী। তবে, এক্ষেত্রেও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তরুণতম কবি থেকে প্রবীণতমে— অর্থাৎ জন্মসালের বিপরীত ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে কবিতাগুলি। স্পষ্টতই, তরুণ প্রজন্মকে প্রাধান্য দিতে চাই আমরা। সময়ের সঙ্গে পিছোতে পিছোতে, প্রবল বিস্ময়ে দেখতে চাই দেশভাগ নিয়ে অনুভবের ফারাক। জন্মসাল-ভিত্তিক সজ্জা ছাড়া তা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, কোনও একটি নির্দিষ্ট বছরে একাধিক কবির জন্মেরও উদাহরণ প্রচুর। সেসব ক্ষেত্রে অবশ্য জন্মতারিখ বা মাস অনুযায়ী ক্রমসজ্জা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, কবির জন্মসাল দেখে তিনি কোন দশকের কবি— তার আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে বেশ কয়েকটি। কাছাকাছি বয়সের অন্যান্য কবি যে-দশকে লেখালিখি শুরু করেছেন, কেউ হয়তো তার দু-এক দশক পরে পা রেখেছেন সাহিত্যজগতে। ফলে, সরলীকরণ করা অন্যায়।

এ-প্রসঙ্গে আরেকটি ব্যাপারও পাঠক খেয়াল করবেন নিশ্চই। যে-সমস্ত কবি কৈশোরে অথবা পরিণত বয়সে দেশভাগের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাঁদের কবিতার চরিত্র হয়ে উঠেছেন নিজেরাই। অন্যদিকে, যাঁরা নিতান্ত শৈশবে দেশভাগ দেখেছেন কিংবা দেশভাগ-পরবর্তীকালে জন্ম, তাঁদের কবিতায় ছায়া ফেলেছে মা-বাবার প্রসঙ্গ। তাঁদের মা-বাবারা হয়তো দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে এপারে এসেছিলেন। সেই ঘটনা ও স্মৃতিতন্তুই লিখে রেখেছেন তাঁরা। সবশেষে আসে সাম্প্রতিকতম প্রজন্ম, যাঁদের কবিতায় মা-বাবার প্রভাব ক্ষীণ, বরং দেশভাগের শিকার ঠাকুরদা-ঠাকুমারাই হয়ে উঠেছেন চরিত্র।

অনেকক্ষেত্রে দেশভাগ রূপকমাত্র। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই বদল সত্যিই আকর্ষণীয়। অবশ্য প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। নব্বই-এর জাতকও কেউ নিজেকে কল্পনা করতে পারেন '৪৭-এর পটভূমিতে। ধরাবাঁধা কোনও পথ নেই বলেই কবিতা এত রহস্যময়।

কিন্তু, কবিতাকে অস্ত্র করেই এই অনুসন্ধানে কেন নামলাম আমরা? কবির ইতিহাস-চেতনা নিরীক্ষণ করা এক্ষেত্রে অন্যতম কারণ। তাছাড়াও, আমরা বিশ্বাস করি, কবিতা হল শিল্পের সেই সূক্ষ্মতম মাধ্যম, যা কখনো-কখনো ইতিহাসের না-বলা অধ্যায়কেও বাঙ্ময় করে তোলে। হয়তো এই সংকলনই সেই অনালোচিত কথাগুলিকে ধরে রাখার উপায়। অনেকে বলেন, কবিতার মধ্যে দিয়ে সত্যদর্শন হয়। মানুষের অবচেতনে লুকিয়ে-থাকা সেইসব অব্যক্ত সত্যকেই কবিতায় তুলে ধরেন কবিরা, যা একইসঙ্গে ব্যক্তিগত এবং নৈর্ব্যক্তিক। দেশভাগের অভিঘাতও বাংলা কবিতায় এসেছে সেভাবেই। বিশেষত যাঁরা প্রত্যক্ষ সাক্ষী নন, অথচ কোনো-না-কোনোভাবে ভুক্তভোগী (সে-পীড়া শুধুমাত্র জাগতিক নয়, হতে পারে দর্শনগতও), তাঁদের অনুভূতি সংকলিত করা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ যেন সময়ের দায়, ইতিহাসেরও।

না, কবিতার পঙক্তি উদ্ধৃত করে-করে পাঠককে 'বোঝাতে' আমরা চাই না। দেশভাগ-সংক্রান্ত বিভিন্নজনের বক্তব্য জড়ো করে ভূমিকাকে ওজনদার করারও দায় নেই আমাদের। বরং অন্যান্য কিছু প্রাসঙ্গিক কথা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গের বহু কবিই সে-সংক্রান্ত কবিতা লিখেছিলেন। সেসবের বেশিরভাগই এই সংকলনে রাখা হয়নি। কেন-না, মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আমাদের মূল উপজীব্য নয়। তবে, কয়েকজন মুক্তিযুদ্ধ-প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে দেশভাগের কথা এনেছেন। ধরা পড়েছে ফেলে-আসা জন্মভূমির প্রতি মায়াও। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে লেখা একমাত্র সেই কবিতাগুলিই সংকলনে নিয়েছি আমরা। পাশাপাশি, '৭১-এ আরেকপ্রস্থ উদ্বাস্তুদের ঢল নামে। এড়িয়ে যেতে পারিনি তা-ও।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রজন্মের কবিদের কবিতা নিয়ে এই সংকলন। তবে, কোথাও চিহ্নিত করে দিইনি তাঁদের। উল্লেখ করিনি ভৌগোলিক অবস্থানও। আমাদের বিশ্বাস, দেশভাগের উপলব্ধির কাছে এইসব ভৌগোলিক বিভাজন অর্থহীন। বরং 'ভারতের বাংলাভাষী কবিদের কবিতা'— এই পরিচয়ই মূল হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, সচেতনভাবেই বাংলাদেশের কবিদের '৪৭-এর দেশভাগ-সংক্রান্ত কবিতা এই সংকলনে রাখা হয়নি। তার কারণ দুটি। প্রথমত, '৪৭-এর দেশভাগের ২৪ বছর পরে '৭১ সালে আরও একটি দেশভাগের মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ, যা তাঁদের 'স্বাধীনতা'র সূচক। ফলে, '৭১ ও তৎপরবর্তী বাংলাদেশের

কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রাধান্যই বেশি। দ্বিতীয়ত, শামসুর রহমান, আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ-সহ পঞ্চাশের দশকের বেশ কয়েকজন কবির কবিতায় '৪৭-এর দেশভাগ এলেও, তা এই সংকলনে না রাখার কারণ একটিই— বাংলাদেশের কবিতাকে 'আংশিক' ধরতে আমরা চাইনি। আর, কিছু পাওয়া এবং অনেকটাই না-পাওয়ার চেয়ে, আপাতত ব্যর্থতা মেনে নেওয়াই ভালো। পরে, শুধুমাত্র বাংলাদেশের কবিতায় '৪৭-এর বাংলাভাগ নিয়ে সংকলন তৈরির স্বপ্ন দেখাও শুরু হোক এখান থেকেই।

ভূমিকার এই পর্যায়ে পৌঁছে, 'তল্লাশি'-র ব্যাপারে কিছু না বললে অন্যায় হবে। দীর্ঘ ৭৫ বছরের ইতিহাস ঘেঁটে তিন শতাধিক কবির প্রায় পাঁচশোটি কবিতা উদ্ধার করা নিতান্ত সহজ ছিল না। এই বিষয়ের ওপর এই বিস্তৃতিতে কাজের সাহস বিশেষ কেউ দেখাননি এর আগে। ফলে, চ্যালেঞ্জিং ছিল গোটা পথটাই। এই পঁচাত্তর বছরে না-জানি কত কবি দেশভাগ-সংক্রান্ত কবিতা লিখেছেন। সব কবিতায় হয়তো প্রত্যক্ষভাবে দেশভাগ ধরাও দেয়নি। প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত হিসেবেই উঠে এসেছে তা। বই, পত্রপত্রিকা ঘেঁটে তা খুঁজতে নামার অর্থ সাগরে ঝাঁপ দেওয়া। ঝাঁপ দিয়ে সফল হয়েছি কিনা, তা অবশ্য পাঠকই বলবেন। অনেকক্ষেত্রে সরাসরি কবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেই পেয়েছি বহু কবিতা। ২০২১ অবধি গ্রন্থিত কিংবা প্রকাশিত কবিতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন সময়ে লিখিত বেশ কিছু অপ্রকাশিত কবিতাও। আমাদের বিশ্বাস, বাহ্যিকভাবে কোনও কবিতা প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত হওয়ার ওপর কবির হাত অনেকক্ষেত্রেই নেই। এমনও হতে পারে, লেখার পর কবি নিজেই সে-লেখা প্রকাশ করতে দেননি। তবে, সেগুলি এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে লেখা নয়— তা যাচাই করে, নিশ্চিত হয়ে তবেই নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই সংকলনের অনেক 'অপ্রকাশিত' লেখাই পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায় বা বইয়ে। আমাদের সীমারেখা ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস। অতএব, সেই সময়সীমার পরে কোনও লেখা যদি প্রকাশিত হয়েও থাকে, এই সংকলনে তা 'অপ্রকাশিত' হিসেবেই নথিভুক্ত। কবির লেখা বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই।

আমরা নিশ্চিত, যত কবিতা দু-মলাটে ধরা রইল, তার বাইরেও থেকে গেল অগুনতি। আমাদের নাগালে এসে পৌঁছোয়নি সেসব কবিতা। ফলে, বিশালাকার এই সংকলনের মধ্যেও লুকিয়ে রইল অসম্পূর্ণতার দুঃখ। তেমন কবিতা ভবিষ্যতে নাগালে গেলে, অবশ্যই পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তেমনই, বেশ কয়েকজনের ক্ষেত্রে কবিতা অন্তর্ভুক্ত হলেও, অনুমতি নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আশা করি কাজটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে, এ-ত্রুটিকে তাঁরা ক্ষমা করে দেবেন।

সম্পাদনার ব্যাপারেও কিছু কথা না-বললেই নয়। যে-কটি কবিতা সংগ্রহ করেছি, সবই কি ঠাঁই পেয়েছে এই সংকলনে? না, তা নয়। কোনো-কোনো কবির দেশভাগ-সংক্রান্ত অনেকগুলি কবিতার মধ্যে থেকে বেছে নিতে হয়েছে কয়েকটি। কখনও আবার কবিতার মান বিচার করে, নির্মমও হতে হয়েছে। ফলে, দেশভাগের কবিতা হওয়ার শর্ত পূরণ করলেও, অতি-দুর্বলতা হেতু বাদ পড়েছে অনেক কবিতা। অন্যদিকে, কোনো-কোনো কবিতা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়েছি আমরাও— আদৌ দেশভাগের ইঙ্গিতবাহী কিনা। তর্ক, মতান্তরের পরই হ্যাঁ বা না-এর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। তাতেও ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। হয়তো পাঠকভেদে ভিন্ন-ভিন্নভাবে ধরা দেবে, বিশেষত ইঙ্গিত-নির্ভর কবিতাগুলি। আমাদের কাছে যা দেশভাগের অনুরণন নিয়ে এসেছে, কোনও পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ আলাদা প্রেক্ষিত নিয়ে উপস্থিত হতেই পারে। বিষয়ভিত্তিক কবিতা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে, এই ঝুঁকিকে অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই।

কোনও কবির এক বা একাধিক কবিতার শেষে, তাঁর জন্মসাল এবং কবিতাগুলি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে— তার বিবরণ দেওয়া আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফল হলেও, কোনো-কোনো কবি বা কবিতার ক্ষেত্রে হার মানতে হয়েছে আমাদেরও। হয় কবির জন্মসাল জানতে পারিনি, কিংবা বই/পত্রিকার নাম। কখনও আবার হদিশ পাইনি বই/পত্রিকার প্রকাশসালের। এসব প্রতিবন্ধকতা মেনে নিয়েই সম্পাদনার কাজ সম্পূর্ণ করতে হয়েছে। কবিতা অপ্রকাশিত হলে, উল্লেখ রয়েছে রচনাসালের। অন্যদিকে, একান্তই যাঁদের জন্মসাল জানতে পারিনি, তাঁদের মূল সূচির একেবারে শেষে রাখতে বাধ্য হয়েছি আমরা।

এই সংকলনের আরও একটি আকর্ষণ হল 'দেশভাগের অব্যবহিত পরে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাবলি' বিভাগটি। দেশভাগ-পরবর্তী কবিতা তো মূল সংকলনেই রয়েছে, তবে এই বিভাগের চরিত্র খানিক আলাদা। ১৯৪৭ (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) ও পরবর্তী পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এই কবিতাগুলি। এত বছর পেরিয়ে, বেশিরভাগ কবিই আজ বিস্মৃতির অতলে। কবিতার মানও খুব ভালো, তা বলা চলে না। তবুও, ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করেই তেমন ২২টি কবিতা সংকলিত হল এই বিভাগে। রয়েছে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি', 'পরিচয়'-সহ বিভিন্ন অধুনালুপ্ত পত্রিকা থেকে সংগৃহীত কবিতা। এমনকি, মূল সংকলনে রয়েছে এমন কিছু কবিতার প্রথম প্রকাশও হয়তো এই সময়কালের কোনো পত্রিকাতেই। আমরা বই থেকে সরাসরি সংগ্রহ করেছি বলে, এ-বিভাগে রাখিনি সেগুলি। দেশভাগ ও পরবর্তী পাঁচ বছরে প্রকাশিত এই কবিতাগুলি পড়তে গিয়ে দু-তিনটি চিন্তা উস্কে দিয়েছে আমাদের। দেশভাগের অভিঘাত তখনও তীব্রভাবে

অনুভব করেননি অনেকেই। সদ্য-পাওয়া স্বাধীনতার পাশে চিনচিনে ব্যথা হিসেবেই থেকে গেছে ঘটনাটি। কেউ-কেউ হয়তো বিশ্বাসও করতে পারেননি যে, বাংলাভাগ দীর্ঘস্থায়ী হবে। ফলে, দেশভাগের যন্ত্রণা স্পষ্ট হয়ে ওঠার বদলে, প্রতিবাদ কিংবা বিমর্ষতাই প্রাধান্য পেয়েছে এই কবিতাগুলিতে।

এবার আসি এই সংকলনের দ্বিতীয় পর্বের কথায়। আয়তন বা পাতার সংখ্যা যা-ই হোক, এর গুরুত্ব কম নয় মোটেই। হয়তো কবিতার থেকেও বেশি। কেন-না, ইতিপূর্বে দেশভাগের কবিতা নিয়ে কয়েকটি সীমিত সংকলন হলেও, গান নিয়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ হয়নি। হ্যাঁ, গান। দেশভাগের যন্ত্রণা ও উদ্বাস্তু-জীবন ধরা পড়েছে বাংলা গানেও। কখনও চলচ্চিত্রে, কখনও নাটকে। কখনও আবার গণসঙ্গীত কিংবা বেসিক রেকর্ডে। তেমনই অনেকগুলি গান উদ্ধার করতে পেরেছি আমরা। সেইসব গানের কথা সংকলিত হল এখানে, সঙ্গে গীতিকার ও সুরকারের নামও। গানের ক্ষেত্রে দু-বাংলার কোনও ভাগ রাখিনি আমরা। এপার বাংলার পাশাপাশি রয়েছে ওপার বাংলার গীতিকারদের গানও। কারণ একটাই— কবিতা যেমন দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে জারিত করেছে বাংলা সাহিত্যকে, গানের ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। পঞ্চাশের দশকের পরে আস্তে আস্তে বাংলা গানে দেশভাগ-প্রসঙ্গ ফিকে হতে শুরু করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আসতে থাকে নিত্যনতুন বিষয়। ফলে, দেশভাগ খানিক 'পুরনো'ই হয়ে যায় সঙ্গীতমহলে। যে-কারণে আধুনিককালে দেশভাগের ওপর ভিত্তি করে বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও, তার গানে দেশভাগের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায় না খুব একটা। দেশভাগের আবহ বা দৃশ্যায়নের সঙ্গে কোনও গান উপস্থাপিত হলেও, তা যে দেশভাগেরই গান— এমন দাবিও করা যায় না মোটেই। এতসব 'না'-এর কারণে গানের সংখ্যা কবিতার তুলনায় অনেকটাই কম। ফলে, বাদ দিইনি ওপার বাংলায় রচিত গানকেও। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আবার কবিতাকেই সুরারোপিত করে গানের রূপ দেওয়া হয়েছে। তেমন গানও সংকলিত হয়ে রইল কয়েকটি। এসবের পাশে, নাগালে না-আসা গানের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, সংকলনের নামকরণ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলার জায়গা থাকে না। 'দেশভাগ এবং...' এই নামের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে রইল সংকলনের বিস্তৃতিও। 'দেশভাগ' শব্দটির পর 'এবং' ও তিনটি বিন্দু— এর মধ্যেই ঠাঁই নিল দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু-সমস্যা, মুক্তিযুদ্ধ, মরিচঝাঁপি, ছিটমহল, এনআরসি-সহ যাবতীয় অভিঘাত ও ইঙ্গিত। গানও।

দেশভাগ একটি ঘটনা। একটি ঘটনামাত্র নয়।

পরিশেষে, কয়েকজনের ঋণ স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। এই সংকলনের সম্পাদনা-সহযোগী অর্ণব বসু ও অরিত্র সোম; পরিকল্পনার প্রথম দিন থেকেই যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে, এই বিশাল সংকলনের অনেক খুঁটিনাটি কাজের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে টেনে নিয়েছে হাসিমুখে। দুই অগ্রজ কবি, দেবব্রত কর বিশ্বাস ও অনিমিখ পাত্র— কবিতা সংগ্রহ থেকে শুরু করে সম্পাদনায় সহযোগিতা— সব ক্ষেত্রেই যথাসাধ্য পাশে থেকেছেন। কবিতা সংগ্রহে সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই কবি স্বর্ণেন্দু সেনগুপ্তকে। বিশালাকার সংকলনের খুঁটিনাটি তথ্য গুছিয়ে রেখে ধন্যবাদার্হ বন্ধু সমীরণও। পাশাপাশি, এই সংকলনটি প্রকাশের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ায়, ঋণী হয়ে রইলাম 'সৃষ্টিসুখ'-এর কর্ণধার রোহণ কুদ্দুসের কাছে। এছাড়াও রইল বিশাল এক পরিবার, যার সদস্যদের নাম আলাদা করে 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার'-এ উল্লেখ করেছি। তাঁদের পরামর্শ ও সহযোগিতা না পেলে, সংকলনটি বর্তমান রূপ পেত না কোনোদিনই।

এবার নটে মুড়নোর পালা। তবে, তার আগে, এই সংকলনের যন্ত্রণাকে সাক্ষী রেখে, আসুন প্রতিজ্ঞা করি— ভবিষ্যতে যে-কোনো বিভাজনের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়াব আমরা। বাংলা, ভারত তথা পৃথিবীর আর-কোনো অনাগত অধ্যায় যেন বিপর্যস্ত না করে আমাদের। দেশভাগের ৭৫ বছরে পৌঁছে, চাওয়া বলতে এটুকুই...

তন্ময় ভট্টাচার্য
tanmoyb39@gmail.com
+91 96744 11671

যাঁদের পরামর্শ, সহযোগিতা ও উৎসাহ ছাড়া
এই কবিতা-সংকলন সম্ভব হত না

গৌতম বসু, রাহুল পুরকায়স্থ, সুব্রত রুদ্র, স্বপন রায়, উমাপদ কর, বিজয় দে, অমিতাভ দেব চৌধুরী, প্রবুদ্ধসুন্দর কর, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, যশোধরা রায়চৌধুরী, সুব্রত চক্রবর্তী, রাণা রায়চৌধুরী, সঞ্জয় চক্রবর্তী, বিভাস রায়চৌধুরী, ঋজুরেখ চক্রবর্তী, হিন্দোল ভট্টাচার্য, সুজিত দাস, সঞ্জয় মৌলিক, শৌভিক দে সরকার, চিরশ্রী দেবনাথ, সপ্তর্ষি বিশ্বাস, সুকল্প চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু দেবনাথ, বিশ্বজিৎ ঘোষ, কৌশিক বাজারী, অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, কল্লর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজ চক্রবর্তী, নীলাব্জ চক্রবর্তী, অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দা সু, শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী, কৌশিক মজুমদার, মিলন চট্টোপাধ্যায়, অভিনন্দন মুখোপাধ্যায়, শুভদীপ আইচ, সুমন ঘোষ, সুপর্ণা দেব, সরোজ দরবার, কস্তুরী সেন, মান্টি অধিকারী দত্ত, আত্রেয়ী চক্রবর্তী, ঋপণ আর্য, রাহেবুল, সেলিম মণ্ডল, সেখ সাদ্দাম হোসেন, আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিরূপ মুখোপাধ্যায়, অমর্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা চক্রবর্তী, পৃথ্বী বসু, সম্পর্ক মণ্ডল, দুর্জয় আশরাফুল ইসলাম, অভিষেক নন্দী, সোহম চক্রবর্তী, শৈলেন চৌনী, ঔষ্ণীক ঘোষ সোম, অর্ঘ্যকমল পাত্র, সৌরভ মাহান্তী

সূচি

কবিতা

দেশভাগের অব্যবহিত পরে
(১৯৪৭-১৯৫২)
পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাবলি

গান

দেশভাগ এবং...
নির্বাচিত কবিতা ও গান
সংকলন ও সম্পাদনা
তন্ময় ভট্টাচার্য